55

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 MAY 1998 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

এবারে উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দুই লক্ষাধিক কম

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

চলতি '৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ২ লাখ ১১ হাজার কম। আগামী ২৮ মে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডসমূহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিজি প্রেসের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ মোতায়েনের প্রক্রিয়া চলছে। এসএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের চিহ্নিত করার আগে এইচএসসি'র যে সব প্রশ্নপত্র বিজি প্রেসে ছাপা হয়েছিল তা বাতিল করা হয়েছে। এদিকে যে সব পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক সন্ত্রাস ও নকলের অভিযোগ পাওয়া যাবে সে সব কেন্দ্র বাতিল করা হবে।

জানা যায়, এ বছর পাঁচ বোর্ডে মোট এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ১১ হাজার ৫৯। '৯৭ সালে পাঁচ বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লাখ ২২ হাজার ৮শ' ৫২। ঢাকা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬শ' ৮৯। '৯৭ সালে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩৩ হাজার ১৬। রাজশাহী বোর্ডে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭শ' ২৮, গত বছর ছিল ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭২। যশোর বোর্ডে এ বছর পরীক্ষার্থী ৯৩ হাজার ৫শ' ৩, গত বছর ছিল ১ লাখ ৩১ হাজার ৯শ' ৪৬। কুমিল্লা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৭৭ হাজার ৯শ' ৮০, গত বছর ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৮শ' ২। চট্টগ্রাম বোর্ডে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮ হাজার ১শ' ৫৯, গত বছর ছিল ৫৪ হাজার ১৬।

এদিকে এইচএসসি'র সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক সম্প্রতি জনকণ্ঠকে বলেন, বিজি প্রেসের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য সেখানে পুলিশ মোতায়েন প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হয়েছে। পুলিশ মোতায়েনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মত হয়েছে। পুলিশের ব্যয়ভার শিক্ষাবোর্ডসমূহ বহন করবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, এসএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর বিজি প্রেসে এইচএসসি'র যে সব প্রশ্নপত্র ছাপান হয়েছিল তা বাতিল করা হয়েছে। কারণ যে চক্রটি ধরা পড়েছে তারা এইচএসসি'র

প্রশ্নপত্র বিষয়ে কড়া নিরাপত্তা

প্রশ্নপত্রও ফাঁস করতে পারে-এ সন্দেহে নতুন প্রশ্নপত্র তৈরি করা হচ্ছে।

এদিকে এইচএসসি পরীক্ষায় যে সব কেন্দ্রে ব্যাপক নকল ও গোলযোগ হবে সে সব কেন্দ্র বাতিল করা হবে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তোজাম্মেল হোসেন জানান, যে সব কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যাবে, সেগুলো বাতিল করা হবে। বাতিল কেন্দ্র পুনর্বহালের অনুরোধ ও সুপারিশ কোনক্রমে বিবেচনা করা হবে না। এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এ বছর আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাবার কারণ সম্পর্কে চেয়ারম্যান বলেন, এই ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের পাসের হার এসএসসিতে খুবই কম ছিল, যার প্রভাব এইচএসসিতে পড়েছে।